- এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি।
- এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করে থাকে।
- স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে থাকে।
- এই শিক্ষণ পদ্ধতি বিমূর্ত চিন্তা গঠনে সাহায্য করে থাকে।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে।
- এই পদ্ধতিতে গৃহকাজের বিশেষ চাপ থাকে না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে।

4.4.3. প্রকল্প পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Project Method)

- এই পদ্ধতি খুবই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর।
- এই শিক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা জ্ঞান অনুক্রমিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্জিত হয় না।
- এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পুরো পাঠক্রম শেষ করা খুবই কঠিন।
- এটি ব্যয়বহুল শিক্ষণ পদ্ধতি।
- এই পদ্ধতিটিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য পাঠ্যবই এবং নির্দেশনামূলক উপকরণ খুবই কম পাওয়া যায়।
- এই পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের জন্য উপযুক্ত নয়।
- এই পদ্ধতি বিষয়গত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুনরালোচনা ও অনুশীলন প্রদান করে না।

4.5. সমস্যাসমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method)

শিক্ষার্থীরা সর্বদাই অনুসন্ধিৎসু হয়। তারা সবসময় বাস্তব জগতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে চায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। গণিত শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী একটি পদ্ধতি। সমস্যাসমাধানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষার্থীর মধ্যে সঠিক শিক্ষার বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষা সর্বদাই শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা থেকে সংগঠিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্য ও সমস্যাসমাধানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। এই শিক্ষণ পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যাগুলিকে উপস্থাপন করা ও সেগুলিকে সঠিকভাবে সমাধানের দ্বারা তাদের শিক্ষাদান করা।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত চেষ্টায় ও সহযোগিতায় কোনো সমস্যাকে সঠিকভাবে সমাধান করার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে সমস্যাসমাধান পদ্ধতি বলা হয়।

Ausubel-এর মতে, সমস্যাসমাধান পদ্ধতি ধারণা গঠন এবং আবিষ্কারমূলক শিখনের সঙ্গে সম্পর্কিত (Problem solving method involves concept formation and discovery learning)।

Gagne-এর মতে "Problem solving is a set of events in which human beings was rules to achieve some goals."

4.5.1. সমস্যাসমাধান পদ্ধতির ধাপসমূহ (Steps of Problem Solving Method)

এই পদ্ধতিটি কতকগুলি নির্দিষ্ট ধাপের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সেগুলি হল—

1. **সমস্যার শনাক্তকরণ এবং নির্ধারণ:** এই ধাপে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের কাছে সমস্যাটিকে এমনভাবে তুলে ধরেন যার দ্বারা শিক্ষার্থীর সমস্যাটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে ও তাদের মধ্যে সমস্যাসমাধান সংক্রান্ত মনোভাব গড়ে ওঠে ও সমাধানে উৎসাহ পায়।
2. **সমস্যার বিশ্লেষণ:** এই ধাপে সমস্যাটিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয় ও সমস্যাটিতে কী কী দেওয়া আছে আর কী কী চাওয়া হচ্ছে সেইগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়।
3. **তথ্যের সজ্জিতকরণ:** পূর্ববর্তী ধাপে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে সজ্জিতকরণ করা হয়ে থাকে এই ধাপে, যার উপর ভিত্তি করে সমস্যাটির সমাধানের পথ নির্মিত হয়।
4. **সমাধান সূত্র প্রণয়ন:** এই ধাপেই সমস্যাটির সমাধান করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব বুদ্ধি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের সহায়তার সমস্যাটিকে সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করে।
5. **ফলাফলের সত্যতা যাচাই:** কোনো সিদ্ধান্তকেই সঠিকভাবে যাচাই না করে গ্রহণ করা হয় না। এই ধাপে শিক্ষার্থী তাদের প্রাপ্ত ফলাফলটিকে যাচাই করে থাকে ও সেই থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং যাচাই করা সিদ্ধান্তটিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে থাকে।

4.5.2. সমস্যাসমাধান পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Problem Solving Method)

- এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি।
- এই শিক্ষণ পদ্ধতি ভালো অধ্যয়নের অভ্যাস তৈরিতে সাহায্য করে থাকে।
- এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা, যুক্তি, মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতার বিকাশে সাহায্য করে।

- 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' (Learning by Doing) এই পদ্ধতির দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে সমস্যাসমাধান করার মানসিকতা গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণাত্মক এবং সমালোচনামূলক ক্ষমতার বিকাশে সাহায্য করে থাকে।
- এই শিক্ষণ পদ্ধতি ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মত প্রকাশের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

4.5.3. সমস্যাসমাধান পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of Problem Solving Method)

- এই পদ্ধতি খুবই দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ।
- নিম্নশ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই শিক্ষণ পদ্ধতি কার্যকরী নয়।
- এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পুরো পাঠক্রম শেষ করা খুবই কঠিন।
- এটি ব্যয়বহুল শিক্ষণ পদ্ধতি।
- এই শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে প্রতিভাবান শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।
- গণিতের সমস্ত টপিকের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করা যায় না।
- নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিটিকে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না।

4.6. গল্প বলা পদ্ধতি (Story-telling Method)

গল্প বলা পদ্ধতি (Story-telling method) বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতি (Lecture method) নামেও পরিচিত। গল্প বলা পদ্ধতি আলাদা কোনো একক পদ্ধতি নয়। আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা প্রভৃতি পদ্ধতির সমস্ত কিছু গল্প বলা পদ্ধতির অনুষঙ্গ হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।

4.6.1. গল্প বলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Story-telling Method)

গল্প বলা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। গল্প বলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় বা গল্পের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষকের কণ্ঠস্বর, বক্তব্য উপস্থাপন এবং প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।
2. শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণে এবং মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

3. গল্প বলা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক পূর্বপ্রস্তুতির জন্য শিক্ষককে কল্পনা শক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিতে হবে।
4. গল্প বলা পদ্ধতিতে পাঠদান আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন।
5. গল্প বলার সময় শিক্ষক হবেন মিতভাষী। অপ্রাসঙ্গিক বিবৃতি থেকে সচেতনভাবে তিনি বিরত থাকবেন।
6. ইতিহাস পাঠদানে গল্প বলা পদ্ধতি যেহেতু খুবই কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সেহেতু শিক্ষককে যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি অবলম্বন করতে হবে।

4.6.2. গল্প বলা পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Story-telling Method)

1. গল্প বলা পদ্ধতিতে সহজেই শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহী করা যায়।
2. নির্দিষ্ট সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের জন্য গল্প বলা পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী।
3. গল্প বলার সময় শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে। সেজন্য সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষার্থীর সুবিধা, অসুবিধা ও বোধগম্যতা সম্পর্কে তিনি সহজেই জানতে ও বুঝতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।
4. শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের নানা বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।
5. গল্প বলা পদ্ধতির মাধ্যমে বিস্তর ও জটিল বিষয়কে সহজ, সরল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা যায় সহজেই।

4.6.3. গল্প বলা পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Story-telling Method)

গল্প বলা পদ্ধতিতে যেমন সুবিধা আছে তেমনি বেশ কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন—

1. একই সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের জন্য গল্প বলা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর ফলে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক লক্ষ রাখতে পারেন না।
2. গল্প বলা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সহজেই সব বুঝতে পারে না।
3. গল্প বলা পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে সময়ের দরকার হয় তা সহজে পাওয়া যায় না।
4. অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্র বুদ্ধি খাটানোর সুযোগ পায় না।
5. এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা একান্তভাবে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের স্বাধীনভাবে বিষয় অনুশীলনের ক্ষমতা লোপ পায়।

অনুশীলনী

1. আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। (Mention the features of Model teaching methods.)
2. বক্তৃতা পদ্ধতি কাকে বলে? এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো। (What is Lecture method ? Write its advantages and disadvantages.)
3. প্রতিপাদন পদ্ধতি কাকে বলে? এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। (What is demonstraction method ? Write the characteristics of this method.)
4. প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো। (Discuss the advantages and disadvantages of demonstration method.)
5. প্রকল্প পদ্ধতির সংজ্ঞাসহ ধাপসমূহ আলোচনা করো। (Discuss the steps of Project method with its definition.)
6. প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো। (Write the advantages and disadvantages of Project method.)
7. সমস্যাসমাধান পদ্ধতি কাকে বলে? এই পদ্ধতির ধাপসমূহ আলোচনা করো। (What is problem solving method ? Discuss about the steps of this method.)
8. সমস্যাসমাধান পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো। (Mention the advantages and disadvantages of problem solving method.)
9. গল্প বলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসহ এর সুবিধা-অসুবিধাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। (Briefly discuss the advantages and disadvantages of story telling method with its characteristics.)